রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, অক্টোবর ১৫, ২০২৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২৭ আশ্বিন ১৪৩০/ ১২ অক্টোবর ২০২৩

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৮৪.০৪৩.২২.২৪০—রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রথম ইউনিটের জন্য রাশিয়া থেকে 'ফ্রেশ নিউক্লিয়ার ফুয়েল' বা ইউরেনিয়াম আসার পরিপ্রেক্ষিতে গত ০৫ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের ইউরেনিয়াম হস্তান্তর সম্পন্ন করেন। ইউরেনিয়াম হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারকারী দেশের তালিকায় ৩৩তম দেশ হিসেবে বিশ্ব অঙ্গনে আত্মপ্রকাশ করল।

০২। ১৯৬১ সালে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার রূপপুরেই পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেও রাজনৈতিক কারণে প্রকল্পটি পশ্চিম পাকিস্তানের করাচীতে সরিয়ে নেওয়া হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশে ভবিষ্যৎ বিদ্যুতের চাহিদা পূরণে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁর একান্ত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ ১৯৭২ সালে আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার সদস্য পদ লাভ করে এবং ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন গঠন করা হয়।

০৩। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৯৯৬ সালে নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। একইসাথে 'জাতীয় জ্বালানি নীতি, ১৯৯৬'-এ রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য সুপারিশ করে। বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের তৎকালীন চেয়ারম্যান ড. এম.এ ওয়াজেদ মিয়া কর্তৃক ৬০০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের

মূল্য : টাকা ৮.০০

উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০০৯ সালে বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করলে সরকার পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তাঁর বলিষ্ঠ ও দূরদর্শী নেতৃত্বের ফলে বিশ্বের আধুনিকতম এবং নিরাপদ পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মূল কাঁচামাল ইউরেনিয়াম হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হয়েছে।

০৪। পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারকারী দেশের তালিকায় ৩৩তম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্ব অঙ্গনে আত্মপ্রকাশ করার মধ্য দিয়ে বৈশ্বিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে উষ্ণ অভিনন্দন ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপনপূর্বক তাঁর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে মন্ত্রিসভার ২৪ আশ্বিন ১৪৩০/০৯ অক্টোবর ২০২৩ তারিখের বৈঠকে একটি অভিনন্দন প্রস্তাব গৃহীত হয়।

০৫। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত অভিনন্দন প্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মাহবুব হোসেন

মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মন্ত্রিসভার অভিনন্দন প্রস্তাব

ঢাকা : ২৪ আশ্বিন ১৪৩০ / ০৯ অক্টোবর ২০২৩

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রথম ইউনিটের জন্য রাশিয়া থেকে 'ফ্রেশ নিউক্লিয়ার ফুয়েল' বা ইউরেনিয়াম আসার পরিপ্রেক্ষিতে গত ০৫ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের ইউরেনিয়াম হস্তান্তর সম্পন্ন করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার (আইএইএ) মহাপরিচালক রাফায়েল গ্রোসি ভার্চুয়ালি সংযুক্ত ছিলেন। রূপপুর প্রান্তে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী জনাব ইয়াফেস ওসমানের নিকট ইউরেনিয়াম হস্তান্তর করেন রাশিয়ার রাষ্ট্রায়ত্ত পারমাণবিক শক্তি কর্পোরেশন রোসাটম-এর মহাপরিচালক অ্যালেক্সি লিখাচেভ। ইউরেনিয়াম হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারকারী দেশের তালিকায় ৩৩তম দেশ হিসেবে বিশ্ব অঙ্গনে আত্মপ্রকাশ করল। বাংলাদেশের পূর্বে পারমাণবিক শক্তি ব্যবহারকারী দেশসমূহ যথাক্রমে যুক্তরাষ্ট্র, চীন, রাশিয়া, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া, কানাডা, জার্মানি, জাপান, স্পেন, ইউক্রেন, সুইডেন, বেলজিয়াম, চেকপ্রজাতন্ত্র, ফিনল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, বুলগেরিয়া, পাকিস্তান, হাঙ্গেরি, স্লোভেনিয়া, ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকা, মেক্সিকো, রোমানিয়া, আর্জেন্টিনা, সংযুক্ত আরব আমিরাত, বেলারুশ, স্লোভাকিয়া, নেদারল্যান্ডস, ইরান ও আর্মেনিয়া।

১৯৬১ সালে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার রূপপুরেই পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেও রাজনৈতিক কারণে প্রকল্পটি পশ্চিম পাকিস্তানের করাচীতে সরিয়ে নেওয়া হয়। ১৯৬৯ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর নির্বাচনী জনসভায় লালমনিরহাটে রূপপুর আণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের বিষয়টি তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের নিকট জোরালো দাবি জানান। বাংলাদেশ স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশে ভবিষ্যৎ বিদ্যুতের চাহিদা পূরণে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁর একান্ত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ ১৯৭২ সালে আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার সদস্য পদ লাভ করে এবং ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন গঠন করা হয়। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর প্রকল্পটি স্থবির হয়ে পড়ে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৯৯৬ সালে নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। একইসাথে 'জাতীয় জ্বালানি নীতি, ১৯৯৬'-এ রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য সুপারিশ করে। বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের তৎকালীন চেয়ারম্যান ড. এম.এ ওয়াজেদ মিয়া কর্তৃক ৬০০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ সময়ে মানবসম্পদ উন্নয়নসহ কিছু প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

১৯৯৭ সালের ১৬ অক্টোবর তারিখে তৎকালীন সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আইএইএ-এর সুপারিশমালার আলোকে একটি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের প্রাক-বাস্তবায়ন পর্যায়ের কার্যাবলি বিশেষ করে সাইট নিরাপত্তা প্রতিবেদন প্রণয়ন ও মানবসম্পদ উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ২০০০ সালে সরকার কর্তৃক Bangladesh Nuclear Power Action Plan অনুমোদিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর প্রতিটি নির্বাচনী ইশতেহারে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। তিনি ২০০৯ সালে বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করলে সরকার পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৩ সালে রাশিয়া সফরকালে প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের চুক্তি স্বাক্ষর করেন। একই বছরের ০২ অক্টোবর তিনি রূপপুর প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং গত ২৫ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে প্রকল্প বাস্তবায়নে রাশিয়ার রোসাটমের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান জেএসসি অ্যাটমস্ট্রয় এক্সপোর্টের সঙ্গে বাংলাদেশের পরমাণু শক্তি কমিশন চুক্তি করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন সরকার এককভাবে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ প্রকল্পটি বহু চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বর্তমান পর্যায়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। আত্মমর্যাদার ক্ষেত্রে রূপপুর বিদ্যুৎকেন্দ্র বাংলাদেশকে বিশ্ব দরবারে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে।

মন্ত্রিসভা মনে করে যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ ও দূরদর্শী নেতৃত্বের ফলে বিশ্বের আধুনিকতম এবং নিরাপদ পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের মূল কাঁচামাল ইউরেনিয়াম হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হয়েছে। মন্ত্রিসভা আরও মনে করে যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে ইতোমধ্যে গৃহীত বিভিন্ন মেগা প্রকল্পসমূহ ক্রমান্বয়ে সম্পন্ন করার মাধ্যমে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণের পথে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ।

পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারকারী দেশের তালিকায় ৩৩তম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্ব অঙ্গনে আত্মপ্রকাশ করার মধ্য দিয়ে বৈশ্বিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করায় মন্ত্রিসভা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে উষ্ণ অভিনন্দন ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপনপূর্বক তাঁর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছে।

মোঃ তাজিম-উর-রহমান, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব) বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd